যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

মনোবিজ্ঞান বিভাগের বিরুদ্ধে ফল জালিয়াতির অভিযোগ!

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

ভর্তি জালিয়াতির পর ফল জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের বিরুদ্ধে। পছন্দের প্রার্থীকে মেধাক্রমে প্রথম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক করতে নজিরবিহীন অনিয়মের আশ্রয় পাওয়া গেছে।

সুরাইয়া জাবীন মাহতাব মনোবিজ্ঞান বিভাগে তিন বছরমেয়াদি অনার্স কোর্সে ১৯৮৫-৮৬ সালে ভর্তি হন। সম্প্রতি তিনি কানাডিয়ান একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপের জন্য আবেদন করলে ওই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যথাযথ কাগজ চাওয়া হলে তার ফলে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়ে। এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহলুল হক উপাচার্য বরাবর একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠনের লিখিত আবেদন করেছেন।

রেজিস্ট্রার ভবন সূত্রে জানা যায়, সুরাইয়া জাবীন মাহতাব ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয় বর্ষ অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তৃতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮৮ সালে তিনি দ্বিতীয় বর্ষের ফল বাতিল না করে আবার দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৮৯ সালে তৃতীয় বর্ষ চূড়ান্ত অনার্স পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে সবশেষ স্থান দখল করেন। ফলোন্নয়ন পরীক্ষার সুযোগ থাকলেও তিনি তা গ্রহণ না করে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আবার তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বার একাডেমিক কমিটিকে পাশ কাটিয়ে তিনি তৎকালীন শামসুন্নাহার হল প্রভোস্টের অনুমতিসাপেক্ষে তৃতীয় বর্ষে পুনর্ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি তার আগের ফলও বহাল রাখেন। ১৯৯০ সালে দ্বিতীয়বার তৃতীয় বর্ষ অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। ফলে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করেন। একই সঙ্গে তার আগের তৃতীয় শ্রেণীতে ১৩তম (শেষ) স্থানও বহাল রয়েছে। সূত্র জানায়, ২০০৬ সালে প্রথম এ অনিয়ম ধরা পড়লে তখন বিষয়টি মীমাংসার জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভাগ বেশ অগ্রসরও হয়। কিন্তু পরে তৎকালীন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মৌখিক নির্দেশে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বন্ধ করা হয়।